কেন আমি ইহুদি নই

এক ইসরায়েলি প্রফেসর ও তার ইহুদি
পরিচয় ত্যাগের তাত্ত্বিক অভিযাত্রা

কেন আমি ইহুদি নই

এক ইসরায়েলি প্রফেসর ও তার ইহুদি
পরিচয় ত্যাগের তাত্ত্বিক অভিযাত্রা

মূল
শ্লোমো স্যান্ড

রূপান্তর
ইয়াসিন আরাফাত

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন্স

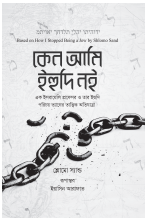

কেন আমি ইহুদি নই
মূল : গ্লোমো স্যান্ড
রূপান্তর : ইয়াসিন আরাফাত
সম্পাদনা : আবু বকর সিদ্দীক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
মুহারেব মুহাম্মাদ

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৭৫৩২-৩-০

প্রকাশক
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

বিক্রয়কেন্দ্র : দোকান নং ২১
কওমি মার্কেট (১ম তলা)
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭৬৮-৮৬ ৪৪ ২৮
✆ ০১৭৮৯-৮৫ ৪৬ ০২

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com – wafilife.com

মুদ্রিত মূল্য
২৪০ ৳ মাত্র

উৎসর্গ

ফিলিস্তিনের জন্য কোরবান হওয়া রক্তের প্রতিটি ফোঁটার উদ্দেশ্যে, যা উৎসর্গ করতে তার প্রকৃত সন্তানরা কখনোই কার্পণ্য করেনি।

—অনুবাদক

©
লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনো ধরনের যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে; এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

সূচি

প্রকাশকের কথা : ০৯

অনুবাদকের কথা : ১৩

বিষয়বস্তুর সারকথা : ১৯

পরিচয় কোনো টুপি নয় : ২৭

সেক্যুলার ইহুদি সংস্কৃতি আসলে কী? : ৩৫

বেদনা এবং ব্যাপ্তিকাল : ৪৫

অভিবাসন ও ইহুদিবিদ্বেষ : ৫৫

এক প্রাচ্যদেশ থেকে আরেক প্রাচ্যদেশে : ৬৩

শূন্য গাড়ি পূর্ণ গাড়ি : ৭৩

সকল ভুক্তভোগীর স্মরণ : ৮৩

একেকজন তুর্কিকে খুনের পর বিশ্রাম : ৯৫

ইসরায়েলে ইহুদি কারা? : ১০৫

অভিবাসীদের মাঝে ইহুদি কারা? : ১১৯

কেন আমি ইহুদি নই : ১২৭

প্রকাশকের কথা

ইহুদিধর্ম ও ইহুদিবাদ—দুটি আলাদা বিষয়। ইহুদিধর্ম একটি প্রাচীন একেশ্বরবাদী ধর্ম, যা ইবরাহিম আ.-এর পুত্র ইসহাক আ.-এর বংশধরের মাঝে বিস্তৃত হয়েছে, হাজার বছর ধরে। এর একটি ক্ষুদ্র অংশ বহু বিকৃতির পর এখনো টিকে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে। অপরদিকে ইহুদিবাদ—যাকে অন্য ভাষায় বলা হয় জায়নবাদ—একটি স্বার্থসর্বস্ব রাজনৈতিক প্রপঞ্চ, যা নিজস্ব রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইহুদিধর্মকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করলেও মূলত ধর্মের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই; এরা প্রধানত সেক্যুলার। উপরিউক্ত উভয় দল সম্পর্কেই আমাদের যথাযথ ধারণা রাখা চাই—প্রথমটির ক্ষেত্রে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের জায়গা থেকে, যা বহু যুগ থেকে চর্চিত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানশাস্ত্র; আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রয়োজনে।

বলাবাহুল্য যে, পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের দখলদার জায়োনিস্ট ইহুদিরা আমাদের অন্যতম রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। এই তথাকথিত রাষ্ট্রটির নির্মাণের পেছনে প্রধানত ইউরোপের প্রাচ্যবাদী প্রকল্প এবং দ্বিতীয়ত আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির গভীর সংযোগ রয়েছে। বলা যায় ইসরায়েল মুসলিমবিশ্বের দরজায় দণ্ডায়মান পশ্চিমের অতন্দ্র প্রহরী, যা কি-না মুসলিম প্রাচ্যে পশ্চিমের প্রকল্পবিরোধী যেকোনো ভূমিকা ঠেকিয়ে দিতে কিংবা এমন কিছু যেন ঘটতেই না পারে সেজন্য এই অঞ্চলকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে সদাপ্রস্তুত। ফলে মুসলিমবিশ্বে পশ্চিমের বরকন্দাজ ইসরায়েলের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবিলার জন্য একে ভেতর থেকে জানা ও বোঝা আমাদের জন্য জরুরি। বাংলা ভাষাভাষীদের এই জরুরত মেটাতে

ইসরায়েল ও ইহুদিবাদবিষয়ক ধারাবাহিক কিছু কাজ আমরা করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ, যার প্রথম প্রয়াস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে বক্ষ্যমাণ বইটি।

বাংলাদেশ ইহুদিবাদ, ইহুদিদের জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ও নানা প্রসঙ্গ নিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু ভালো বই প্রকাশিত হয়েছে। তবে খুব গভীরভাবে লক্ষ করলে এসব বইয়ের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়ে। প্রথমত, বাংলায় প্রকাশিত অধিকাংশ বইয়ে ইহুদিদেরকে বাইরের দিক থেকে দেখা হয়েছে। একটা অবকাঠামোকে বাইরে থেকে দেখা আর ভেতর থেকে দেখার মধ্যে বড় পার্থক্য আছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে ইহুদিবাদকে ভেতর থেকে দেখানো ও বোঝানোর চেষ্টা করা। দ্বিতীয়ত, এখানে প্রকাশিত অধিকাংশ বইয়ে ইহুদিদের প্রবল শক্তিধর, অদৃশ্য ক্ষমতার অধিকারী, অতিপ্রাকৃতিক একটি জাতি হিসেবে দেখানো হয়। আপনি যেখানেই যাবেন, সবখানেই ইহুদিদের দৌরাত্ম্য, দুনিয়ার তাবৎ বিষয় ইহুদিদের একক নিয়ন্ত্রণে, পৃথিবীর সবকিছু চলে ইহুদি জাতির গোপন ইশারায়, জগতের ছোট থেকে বড় সবকিছুর ওপর রয়েছে তাদের একক কর্তৃত্ব ও আধিপত্য, কোনোভাবেই তাদের থেকে নিস্তার নেই, তারা অপরাজেয়—মোটামুটি এমন একটা ধারণা আমাদের মধ্যে অজান্তেই বদ্ধমূল হয়ে যায় অনেক বই পাঠ করে। জায়োনিজম নিয়ে লেখালেখি করে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জনকারী ও ফোর্ড মোটরগাড়ির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ড তার ইহুদি ষড়যন্ত্রবিষয়ক সারা জাগানো গ্রন্থে এক প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন—'ইহুদিরা চায় বিশ্ববাসী তাদের সমীহ করুক। তারা মানুষের মনে নিজেদের ব্যাপারে অদৃশ্য ভয় ঢুকিয়ে দিতে চায়'। মজার ব্যাপার হচ্ছে ফোর্ডের বইটি পড়ার পর এই বিষয়টিই ঘটে। ইহুদি জাতির ব্যাপারে এক অদৃশ্য ভয় মনের মধ্যে বাসা বাঁধে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধাভাব তৈরি হয় অনিচ্ছাকৃতভাবেই (হোক সেটা ঘৃণামিশ্রিত শ্রদ্ধা)। কথিত আছে, চেঙ্গিস খান মুসলিম সাম্রাজ্যে আক্রমণের সময় কিছু ভাড়াটে মানুষ দিয়ে মুসলিমদের বিভিন্ন অঞ্চলে মোঙ্গল বাহিনীর সম্পর্কে নানা ভীতিপ্রদ গুজব

ছড়িয়ে দেয়, যা মঙ্গলদেরকে এক অপরাজেয় ও অপার্থিব ক্ষমতাধর বাহিনী হিসেবে মূর্তমান করে তোলে। ফলে মুসলিম বাহিনী বহু ময়দানে রণেভঙ্গ দিয়ে যুদ্ধ ছাড়াই হার স্বীকার করে নেয়। বলাবাহুল্য যে, ইহুদিদের বিষয়ে প্রচলিত মিথগুলো আজকের দিনে এই কাজটি করছে। যুদ্ধজয়ের বড় একটি কৌশল হচ্ছে যুদ্ধ শুরুর আগেই শত্রু শিবিরে নিজেদের ব্যাপারে ভীতি ছড়িয়ে দেওয়া।

বইটি নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে আমরা চাই ইহুদিদের ছড়ানো মিথগুলো ভাঙতে এবং তাদেরকে ভেতর থেকে জানতে। প্রফেসর শ্লোমো স্যান্ড এখানে অনেকটা সেই কাজই করেছেন। একজন ইহুদি হিসেবে ইহুদিবাদ নিয়ে তার চিন্তাগুলো যে অবশ্যই ব্যতিক্রম হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সেই ব্যতিক্রম ও ভিন্নতার স্বাদ নিতে বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে আপনাকে। একটা বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই যে, প্রফেসরের আলোচনার ধারা ইতিহাস-দর্শনের যেই নিপুণ রেখাপথ ধরে এগিয়েছে, তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারলে মূল বিষয়বস্তুর বাইরে এমন নতুন নতুন অনেক কিছুই পাবেন, যা আপনার পরিবেশ ও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে চিন্তায় ও মননে নতুন খোরাক জোগাবে। এখানে তরুণ অনুবাদক ইয়াসিন আরাফাত ভাইয়ের কথা না বললেই নয়, এমন জটিল ও তাত্ত্বিক ধরনের বই কী প্রাঞ্জল আর ঝরঝরে ভাষায় তিনি রুপান্তরিত করেছেন, পাণ্ডুলিপিটি আমি যতবার পড়েছি; একেকটি শব্দ, বাক্য, লাইন, অনুচ্ছেদ আমাকে বারবার টেনে ধরে রেখেছে, সম্মোহিত করেছে। অবশ্য এখানে তার বন্ধু ও আমার ছোটো ভাই আবু বকর সিদ্দীকের প্রচেষ্টাও কার্যকরি ভূমিকা রেখেছে বলেই মনে করি। এই অঙ্গনে আরও কিছু সময় দিলে আশা করি তাদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে।

বইটি প্রকাশের আগমুহূর্তে বিশেষ করে স্মরণ করি শ্রদ্ধেয় জগলুল আসাদ স্যারের কথা, বইটি নিয়ে কাজ করার বিষয়ে প্রথমে তার

পরামর্শ নিয়েছিলাম। সরাসরি পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও অনলাইনে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমার কথা শুনেছেন, গুরুত্ব দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে চেষ্টা করেছেন। প্রিয় নাজমুল সরদার আশিক ভাইয়ের কথা না বললেও অকৃতজ্ঞতা হবে, তিনিও বিভিন্ন সময়ে নানান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, পাশে থেকেছেন।

পরিশেষে পাঠকদের উদ্দেশে বলতে চাই, বইটি যদি আপনার জ্ঞান-বৃদ্ধিতে ও বাস্তব জীবনে কিছুটা হলেও কাজে লাগে, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

বইটি ভালো লাগলে অনলাইনে-অফলাইনে অভিব্যক্তি জানাতে ভুলবেন না। আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ, মন্তব্য ও মতামত সরাসরি আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে দেবেন। বইটিকে আলোর মুখ দেখাতে এ পর্যন্ত যারা এর সাথে নানানভাবে জড়িত ছিলেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং বিশেষ করে প্রিয় পাঠক, আপনার জন্য রইল অগ্রিম শুভেচ্ছা।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
ডেমরা, ঢাকা

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার, যার অপার রহমতে অধমের অনূদিত বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু বলার আগে অনুবাদের পেছনের গল্পটা বলা আবশ্যক মনে করছি।

করোনা প্যান্ডামিকের কারণে যখন পুরো দুনিয়া থমকে আছে, সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ, সেই অবকাশে বন্ধু আবু বকর সিদ্দিকের প্রস্তাবেই অনুবাদ শুরু করা। সেই ধারাবাহিকতায় শ্লোমো স্যান্ডের *How I stopped being a Jew* বইটি অনুবাদ শুরু করি। মূল বইটি হিব্রুতে রচিত হলেও বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে ডেভিড ফার্নবাকের ইংরেজি অনুবাদ থেকে।

উল্লেখ্য যে, বইয়ের লেখক ও বিষয়বস্তু, কোনোটিই বাংলাদেশের পাঠকমহলে খুব বেশি পরিচিত নয়। কিন্তু তারপরও কেন এই বইটিকে অনুবাদের জন্য বেছে নেওয়া হলো? উত্তরটি একইসঙ্গে বহুল পরিচিত এবং বেদনাদায়ক। বিশ্বজুড়ে নিপীড়িত মুসলমানের কথা উঠলে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে ফিলিস্তিনের কথা। তাদের ওপর বর্বরোচিত গণহত্যা চালিয়ে এবং আপন বসতভিটা থেকে উৎখাত করে সেই ভূমিতেই নির্মীত হয়েছে জায়নবাদী ইসরায়েল—বিশ্বের একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র। আর এই দখলদার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রটি হাজারো ফিলিস্তিনি নরনারীকে হত্যা, স্থানীয় অধিবাসীদের উৎখাত, গাজা ও পশ্চিম তীরের অধিবাসীদের মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করা, ইসরায়েলের বসবাসরত আরবদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা-সহ সকল জেল-জুলুম, নির্যাতন ও বসতভিটা দখলের বৈধতা খুঁজে পায় নিজেদের ইহুদি পরিচয়ে। আলোচ্য বইটিতে সেই ইসরায়েলেরই

একজন নাগরিক, তেলআবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ইমেরিটাস অধ্যাপক শ্লোমো স্যান্ড তুলে ধরেছেন তার ইহুদি পরিচয়কে ছুড়ে ফেলার গল্প। নিজের জীবনের নানান ঘটনা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

বইয়ের ১২টি অধ্যায়ে লেখক আমাদের নিয়ে এক তাত্ত্বিক অভিযানে বেড়িয়ে পড়েন। যারা ইহুদি পরিচয়ের উৎপত্তি ও রূপান্তর, এর আধুনিক চরিত্র ও বিভিন্ন সংজ্ঞা দ্বারা প্ররোচিত রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন করে, তাদের জন্যই লেখক নিজের ইহুদি পরিচয় ত্যাগের গল্প তুলে ধরেছেন। তবে তিনি পূর্বানুমান থেকে উপলব্ধি করেন যে, তার এই বক্তব্য অনেকের কাছেই অবৈধ ও বেমানান মনে হবে। কেননা অধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ইহুদি বলে পরিচয় দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রেণিটি মনে করে যে, ইহুদি মাত্রই ইহুদি, এবং কোনো ব্যক্তির পক্ষে জন্মের সময় প্রাপ্ত এই পরিচয়কে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। লেখক জানাচ্ছেন, বিংশ শতাব্দীতে এরূপ একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, কৃষ্ণাঙ্গরা যেরকম তাদের গায়ের রং বদলাতে পারে না, তেমনইভাবে ইহুদিরাও তাদের ইহুদি পরিচয় বদলাতে পারে না। পাশাপাশি আরও মনে করা হতো যে, ইহুদিরা বিশেষ কোনো বংশীয় বৈশিষ্ট্য কিংবা স্নায়ু কোষের ধারক। এই যে ইহুদিদের নিজেদেরকে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে দেখাতে চাওয়ার প্রবণতা, এই চিন্তার সাথে ইসরায়েলের অগণতান্ত্রিক সত্তা ও বিভাজনের রাজনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশ্বের সকল ইহুদিদের রাষ্ট্র হিসেবে দাবিকৃত ইসরায়েলের দৃষ্টিতে ইহুদি হচ্ছে কেবল তারাই, যারা ইহুদি মায়ের গর্ভে জন্মেছে। বিংশ শতাব্দীতে এসে জায়নবাদীরা ইসরায়েলের নাগরিক জাতীয়তার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে ইহুদি জাতীয়তাকে গ্রহণ করেছিল। আর সে কারণে আইনত ইসরায়েলের নাগরিক হওয়ার পরও ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূতদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নথিতে 'আরব' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, 'ইসরায়েলি' হিসেবে নয়।

অন্যদিকে দেখা যায়, ইহুদিবিদ্বেষী ও ইহুদিপ্রেমী উভয়ের কাছেই সংস্কৃতির অনুশীলন ও নিয়ম-আদর্শের বিবেচনা ছাড়াই একজন ইহুদি সর্বদাই ইহুদি হিসেবে বিবেচিত, হোক সে নাস্তিক কিংবা সংশয়বাদী। তাহলে প্রশ্ন জাগে, কেউ ইহুদিধর্ম পালন না করে, ধর্মে বিশ্বাস না রেখে, এমনকি নাস্তিক হয়েও কী করে ইহুদি থাকতে পারে? এবং এই ধরনের সেক্যুলার ইহুদিদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে এমন জীবনধারা কোনটি?—এর উত্তরে লেখক নিজেই জানান, 'প্রকৃতপক্ষে প্রত্যহ জীবনের এমন সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই, যা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইহুদি বংশোদ্ভূত সেক্যুলার ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করে।' ফলে দেখা যাচ্ছে লেখক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, এই সেক্যুলার ইহুদি পরিচয় প্রকৃতপক্ষে অসাড় একটি ধারণা।

বইটি থেকে পাঠক আরও জানতে পারবেন, ইহুদিরা সর্বদাই নিপীড়িত ছিল কি না কিংবা খ্রিষ্টান ইউরোপে তাদের কী ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে। পাশাপাশি নাৎসি গণহত্যায় রূপ নেওয়া ইহুদিবিদ্বেষের জন্মই-বা কীভাবে হলো। পাঠক এও উপলব্ধি করবেন যে, কীভাবে আধুনিক যুগে সেক্যুলারিজম ও জাতীয়তাবাদের বিস্তারের ফলে অসাড় 'সেক্যুলার ইহুদি' পরিচয় জন্ম নেয়। এবং এদের একটি অংশই কীভাবে পরবর্তীকালে জায়নবাদের সমর্থকে পরিণত হয়। কীভাবে একটি প্রাচীন, সমৃদ্ধ ও ধর্মীয় ইহুদি পরিচয়ের বিপরীতে জায়নবাদের কৃত্রিম সেক্যুলার ইহুদি পরিচয়ের জন্ম হলো, জায়নবাদের হাত ধরে কীভাবে হিব্রু নামের এক নতুন ভাষা ইসরায়েলি নামের এক নতুন সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করল এবং সর্বোপরি কোন প্রক্রিয়ায় জায়নবাদ মিশ্র ইহুদিদের একটি দলকে পূর্বপুরুষদের ইহুদি রীতিনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে একেবারে নতুন মানুষে রূপান্তরিত করল, সে বিষয়ে লেখক চমকপ্রদ তথ্য উপস্থাপন করেছেন।

ইহুদি নৈতিকতার কথা বলতে গিয়ে লেখক আমাদের সতর্ক করেছেন ইহুদিধর্ম ও জায়নবাদকে আমরা যেন গুলিয়ে না ফেলি।

তবে তিনি এও দেখিয়েছেন যে, ইহুদি নৈতিকতাই কীভাবে জেন্টাইল অর্থাৎ অ-ইহুদিদের পশুর সদৃশ মনে করে। এমনকি ইহুদি নৈতিকতা পৌত্তলিকদের মানুষ হিসেবেও স্বীকৃতি দেয় না। ইহুদি ধর্মীয় গোষ্ঠীই ইসরায়েলের মানবতাবিরোধী অপরাধকে সমর্থন ও বৈধতা দেয় এবং এই ধর্মীয় গোষ্ঠীই ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় সমর্থক।

মোদ্দাকথা, বইটি পড়ে পাঠক বুঝতে পারবেন যে, ইহুদি-পরিচয় আজ শুধু ধর্মপরিচয়ে সীমাবদ্ধ নেই। এই পরিচয় বহনের অর্থ দখলদার, ঔপনিবেশিক ইসরায়েল রাষ্ট্রের আনুগত্যের স্বীকৃতি। এই পরিচয় বহনের অর্থ সকল জেন্টাইলকে পশুর চেয়ে অধম মনে করা। এই পরিচয় বহনের অর্থ ফিলিস্তিনিদের ওপর হওয়া নির্যাতনকে সমর্থন করা। এসব কারণেই নিজেকে একসময় নির্যাতিত ও প্রত্যাখ্যাত সংখ্যালঘুদের একজন মনে করলেও লেখক সেই ইহুদি পরিচয়কেই বর্জন করেছেন।

বইটির অনুবাদে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য শুভানুধ্যায়ী ও সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাত্ত্বিক ধাঁচের বই হওয়াতে পাঠকের নিকট কিছু বিষয় দুর্বোধ্য মনে হতে পারে, তবে একটু মনোযোগী দৃষ্টি দুর্বোধ্যতার জায়গাটা হয়তো কোনো নিগূঢ় তত্ত্ব হয়ে ধরা দেবে।

ধন্যবাদান্তে,

ইয়াসিন আরাফাত
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ

প্রথম অধ্যায়

বিষয়বস্তুর সারকথা

বিষয়বস্তুর সারকথা

এই গ্রন্থের মূল বক্তব্যকে অসংখ্য পাঠকের কাছেই অবৈধ ও বেমানান মনে হবে। এটা আরও বেশি সত্য তাদের ক্ষেত্রে, যারা কি-না অধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ইহুদি বলে পরিচয় দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—এই শ্রেণির লোকেরা দ্বিধাহীনভাবে এবং কোনোরকম কালক্ষেপণ ছাড়াই একে প্রত্যাখ্যান করবে। এর বাইরে যারা আছে, তারা আমাকে আবিষ্কার করবে আত্ম-ঘৃণায় জর্জরিত কুখ্যাত এক গাদ্দার চরিত্রে। এই উভয় গোষ্ঠীই মনে করে যে, ইহুদি মাত্রই ইহুদি এবং কোনো ব্যক্তির পক্ষে জন্মের সময় প্রাপ্ত এই পরিচয়কে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। তাদের উভয়ের কাছেই ইহুদি সত্তা হচ্ছে অপরিবর্তনীয় ও অবিভাজ্য এক সত্তা।

সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও বইপত্র পড়ে আমার মনের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে এবং এটা মোটেই অতিরঞ্জিত নয় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের এই সময়েও ইহুদিদেরকে বাকি সবার থেকে ভিন্ন এমন বিশেষ কোনো বংশীয় বৈশিষ্ট্য কিংবা স্নায়ু কোষের ধারক মনে করা হয়, ঠিক যেভাবে গায়ের রঙের ভিত্তিতে আফ্রিকানদের ইউরোপীয়দের থেকে আলাদা করা হতো। ফলে যেভাবে আফ্রিকানদের জন্য নিজেদের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলা অসম্ভব, তেমনইভাবে ইহুদিরাও তাদের সত্তাকে ত্যাগ করতে অসমর্থ।

আমি যে রাষ্ট্রের নাগরিক, সেটি নিজেকে ইহুদি সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র বলে দাবি করে এবং তাদের আদমশুমারি অনুযায়ী আমি একজন ইহুদি। অন্যভাবে বললে, নাগরিকদের গণতান্ত্রিক সার্বভৌমত্বের আনুষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশের বদলে এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও নীতিনির্ধারকেরা একে সমগ্র বিশ্বের ইহুদিদের সামষ্টিক সম্পদ হিসেবে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে, হোক তারা ইহুদিধর্মে বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী।

ইসরায়েল রাষ্ট্রের কাছে আমার একমাত্র পরিচয় হলো আমি একজন ইহুদি। ১৯৪৮-এর শেষদিকে ইসরায়েলে আগমনের সময় আমার মাকে ইহুদি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং আমার পরিচয়পত্রে ইহুদি শব্দটা যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

কে কোন দৃষ্টিতে দেখছে, তার ওপর নির্ভর করবে বিষয়টা কতটা সৌভাগ্যজনক কিংবা দুর্ভাগ্যজনক। তবে আমি ইহুদিদের ভাষায় কথা বলি, ইহুদিদের গান গাই, ইহুদিদের খাবার খাই, ইহুদিদের জন্য বই লিখি বা ইহুদি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকি—এরূপ কোনো কারণ আমার এই পরিচয়ের পেছনে দায়ী নয়। রাষ্ট্রের কাছে আমার ইহুদি পরিচয়ের কারণ হলো, আমার জন্মপরিচয় অনুসন্ধান করে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আমার জন্ম হয়েছে এক ইহুদি মায়ের গর্ভে এবং তিনিও ইহুদি; যেহেতু আমার নানিও ছিলেন ইহুদি। আর এই ধারা আমার পর-নানি থেকে নিয়ে আদিকাল পর্যন্ত চলমান।

যদি এমন হতো যে, শুধু আমার বাবা ইহুদি আর ইসরায়েলি আইনানুসারে আমার মা অ-ইহুদি, তাহলে আমাকে অস্ত্রীয় হিসেবে নথিভুক্ত করে দেওয়া হতো এবং আমাকে সারা জীবন ধরে আইনিভাবে অস্ত্রীয় জাতীয়তা বহন করতে হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লিঞ্জ শহরের এক উদ্‌বাস্তু শিবিরে আমার জন্ম হয়। অথচ এই প্রেক্ষাপটেও আমাকে ইসরায়েলি নাগরিকত্ব পাওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু আমি যে হিব্রুতে কথা বলি, হিব্রুতে গালি দিই, হিব্রুতে পড়াই ও হিব্রুতে লিখি এবং পুরো যৌবনকালজুড়ে ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করেছি—ইসরায়েলের কাছে সেগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই।

অন্যদিকে আধুনিক ইতিহাসও অস্বাভাবিকতা ও বিদ্রুপে পূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্থান ঘটা জাতিগত ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের কারণে হাইনরিখ হাইনকে জার্মান হওয়ার জন্য খ্রিষ্টান হতে হয়েছিল। ক্যাথলিক না হওয়ায় আমার বাবাকে ১৯৩০-এর দশকে পোলিশ জাতীয়তাবাদ পুরোপুরি পোলিশ হিসেবে মেনে নেয়নি। এই দুই ঘটনার মতোই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইসরায়েলের অভ্যন্তর ও বাইরের জায়নবাদীরা ইসরায়েলের